সমকাল

তারিখ ... 11 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

বোয়ালমারী শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শিক্ষকদের নানা অভিযোগ

■ ফরিদপুর অফিস ও বোয়ালমারী প্রতিনিধি

বোয়ালমারীর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার (টিইও) বিরুদ্ধে ঘুষ, দুর্নীতিসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। টাকা ছাড়া কোনো কাজই করেন না ওই শিক্ষা কর্মকর্তা। এসব বিষয় তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে ২৭ জন প্রধান শিক্ষকসহ অর্ধশতাধিক শিক্ষক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা স্বপন কুমার দাস।

গত বছরের ১৬ জুলাই বোয়ালমারীতে যোগদান করে প্রথম দিন থেকেই ঘুষ বাণিজ্য শুরু করেন স্বপন কুমার দাস। কান্দাকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল জব্বার বলেন, ওইদিন জিপি ফান্ডের বিপরীতে অগ্রিম ঋণের জন্য গেলে সারা দিন বসিয়ে রেখে সন্ধ্যায় বলেন, টাকা ছাড়া ফাইলে স্বাক্ষর হবে না। সাতৈর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শাহানাজ খানমকে ডেপুটেশন দিয়ে তিন হাজার টাকা ঘুষ নেন তিনি। বওপাশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেহানা পারভীন আগের টিইওর আমলে আজলবেড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে যান। টিইও স্বপন কুমার দাস যোগদান করে রেহানা পারভীনকে বওপাশা স্কুলে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। শেষ পর্যন্ত দুই হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে তিনি আজলবেড়া স্কুলে থেকে যান বলে জানিয়েছেন।

টাইম স্কেল প্রদানে ২০০ থেকে ২ হাজার ৫০০ টাকা, এডিবি ও আইডিএ খাতের শিক্ষকদের কাছ থেকে ৫০০ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ছোলনা মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নুরুন্নাহার আক্তার ঘুষ দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। জাতীয়করণকৃত রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বকেয়া বিল বাবদ ১৬ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছেন। বেসরকারি শিক্ষক নেতা মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল হক বলেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো টাকা দিয়েই কাজ

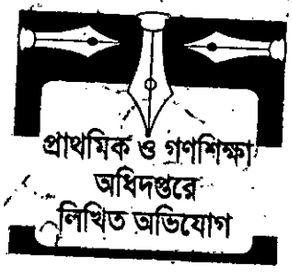

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে লিখিত অভিযোগ

করাতে হয়। এ বছর জুন ফাইনালে এক লাখ টাকার কাজে ৬ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা, ৩০ হাজার টাকার কাজে এক হাজার ৫০০ টাকা, ল্যাট্রিন মেরামতের ২০ হাজার টাকায় এক হাজার টাকা, শান্তি বিনোদনে ২০০ টাকা, 'স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (স্লিপ)' খাতে ১৫ হাজার টাকায় ৫০০ টাকা করে ঘুষ নিয়েছেন, বনচাকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সফিকুল ইসলাম জুন ফাইনালে ৬ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছেন। সমাপনী পরীক্ষার প্রতি গ্রেড সিটে ৬ টাকা হারে গ্রহণ করে সেখান থেকে ৩৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি বনমালীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাফিজ উদ্দিন বলেন, শিক্ষা কর্মকর্তা সহকারী শিক্ষকদের একটি গ্রুপ সৃষ্টি করে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। যে কারণে চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। টিইওর আস্থাভাজন সহকারী শিক্ষকরা শ্রেণীতে পাঠদান বাদ দিয়ে উপজেলায় পড়ে থাকেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (টিইও) স্বপন কুমার দাস অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করে বলেন, সহকারী শিক্ষকদের উন্নীত স্কেল দেওয়ার কারণে সারাদেশেই প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া সামনে সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের একটি গ্রুপ আগে সিন্ডিকেট করে সব কাজ করত, সেটা বন্ধ করে দেওয়ায় তার (টিইও) বিরুদ্ধে বানোয়াট সব অভিযোগ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান এমএম মোশাররফ হোসেন বলেন, লিখিত অভিযোগের একটি কপি পেয়েছি। ফরিদপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা (ভারপ্রাপ্ত) কর্মকর্তা এমএম মিজানুর রহমান বলেন, বোয়ালমারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিষয়টি আমরা জেনেছি। তিনি বলেন, এ বিষয়ে অভিযোগটি যেহেতু ডিজি বরাবর করা হয়েছে, সে কারণে ডিজি অফিস থেকেই তদন্ত হবে।